14-3-53
স্টুডিও একত্র-এর নিবেদন
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের
বিষবৃক্ষ
পরিচালনা
শান্তিপ্রিয় মুখার্জী
সঙ্গীত
বীরেন ভট্টাচার্য্য
মল্লিক ফিল্ম রিলিজ
AJIT SEN

— বিষবৃক্ষ —

(সারাংশ)

সে আজ শতবর্ষ আগেকার কথা—যখন ভারতবর্ষের প্রধান যান-বাহন ছিল স্থলপথে মানুষের পদযুগল—আর জলপথে নৌকা—দাঁড় টানা আর পাল তোলা।

এমনি যুগে একদিন—নগেন্দ্রনাথ—গোবিন্দপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রতিপ্রাণা সতী সূর্য্যমুখীর জীবন সর্ব্বস্ব নগেন্দ্রনাথ—চলেছিলেন নৌকাযোগে—কলকাতার অভিমুখে।

যাত্রাকালে আকাশ ছিল নির্মেঘ—নদী ছিল শান্ত—প্রকৃতি সুন্দর।

দেখতে দেখতে আকাশ ছেয়ে গেল মেঘে—নদীতে তরঙ্গ উঠ্‌ল উত্তাল—প্রকৃতি ধারণ করলে ভয়ঙ্করী রূপ। সেই প্রচণ্ড তুফানের মাঝে বজরা কোনমতে পাড়ে ভিড়িয়ে নগেন্দ্রনাথ আশ্রয় সন্ধানে নিকটবর্ত্তী গ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। ঝড়-তুফান ও আঁধারের মাঝখানে যে প্রদীপখানি দিক্‌নির্ণয় করে হাতছানি দিলে—সেই দিকেই ছুটে গিয়ে যেখানে উঠলেন তিনি—সেখানি বিরাট হলেও একখানি ভাঙ্গা বাড়ী ধ্বংসস্তূপ বল্‌লেও চলে। তবুও সেই প্রদীপের একটুখানি আলো মানুষের অস্তিত্ব জানিয়েছিল—নগেন্দ্রনাথ তারই সন্ধানে ভিতর দিকে প্রবেশ করলেন।

প্রদীপ ছিল ঘরের মধ্যে একখানি করুণতম ঘটনার একক সাক্ষী হয়ে—তাই বুঝি তার সাথী হতে ডেকে এনেছে জমীদার নগেন্দ্র নাথকে।

প্রদীপের আধো আলোয় ঘরের জরাজীর্ণতা আর দীনতা যেন আরও প্রকট হয়ে উঠেছে—চতুর্দ্দিকে অপরিসীম দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট ছাপ!

দীপ ঘরে আরও ছিল—একখানি নির্ব্বানোন্মুখ বৃদ্ধ পিতা—অপরটি-পূর্ণ প্রজ্জ্বলিতা কিশোরী কন্যা কুন্দনন্দিনী। সংসারানভিজ্ঞা সরলা বালিকা না বুঝলেও বৃদ্ধ বুঝেছিল তার সময় ফুরিয়ে গেছে—তাই সে শেষ কথা—যত দুঃখ আর ব্যথা অন্তিম নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে গেল। নগেন্দ্রনাথ তাই আর অবসর পেলেন না ভিতরে প্রবেশ করবার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে নীরবে প্রত্যক্ষ করলেন বৃদ্ধের মৃত্যু।

নগেন্দ্রনাথের উদ্যোগে, গ্রামবাসীর সাহায্যে—মৃতের সৎকার যদি বা হ'ল—কুন্দের ব্যবস্থা হ'ল না কিছুই। সোমত্ত মেয়ের ভার নেবে কে? গ্রামবাসী কারও দয়া হ'ল না এতটুকু। আত্মীয় স্বজন—আপন বলতে গাঁয়ে যে কেউ নেই। তবে কলকাতায় কে নাকি মেশো আছে—বিনোদ ঘোষ। স্বজাতির এইটুকু উপকার করবেন বৈকি নগেন্দ্রনাথ। অতএব নিঃসম্বল অসহায়া বালিকা তার জীবন ভরা অভিশাপের বোঝা সাথে নিয়ে নগেন্দ্রনাথের বজরায় উঠল।

কলকাতায় গিয়েও নগেন্দ্রনাথ এ রূপের বোঝা নামাতে পারলেন না। বিনোদ ঘোষ কেউ নেই—নেই কুন্দর মেশো।

কিন্তু নগেন্দ্রের বোন ছিল কলকাতায়—কমলমণি। সে সোনার কমল আদর করে টেনে নিল কুন্দকে। আদরের অভাব এখন আর কুন্দর নেই—সূর্য্যমুখী চিঠি লিখেছে—'তাকে নিয়ে এস—আমার ভাইএর বৌ করব।'

গোবিন্দপুরে ঠাঁই পেল কুন্দ সূর্য্যমুখীর বুকে।

আশ্রয়ের অভাব আর নেই কুন্দর—কুন্দ ঘর পেল—পেল বর। বর তারাচরণ ব্রাহ্মভাবাপন্ন—বক্তৃতা করে—উপাসনা করে—আর করে জমীদার দেবেন্দ্রের আসর সরগরম। যুবক দেবেন্দ্রনাথ—গোবিন্দপুরের সরিকী জমীদার—মদ্যপ আর দুশ্চরিত্র। সুন্দরী নারী তার চোখে পড়লে আর নিস্তার নেই। চাল-নেই, চুলোনেই নেই তারাচরণ, তার ঘরে ডানাকাটা পরী—! সে ত' দেবেন্দ্রের ভোগ্যবস্তু—কিন্তু সূর্য্যমুখীর বড় কড়া শাসন আর পাহারা—! হোক—দেবেন্দ্র অপেক্ষা করতে জানে—।

এত পেয়েও কুন্দ একদিন দেখলে—সকল সুখেরই সীমা আছে—আর সে সীমা রেখা কুন্দর বেলায় পড়ল বড় তাড়াতাড়ি।

ধোয়া মোছা সিঁথি, খালি হাত আর পরনে সাদা থান—এই নিয়ে যেদিন কুন্দ আবার নগেন্দ্রের দরজায় এসে দাঁড়াল—নগেন্দ্রের বুকের ওপর দিয়ে সে দিন এক প্রচণ্ড তুফান বয়ে গেল।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সূর্য্য আবার টেনে নিল কুন্দনন্দিনীকে—আর সেই সঙ্গে নিল নিজের দুর্ভাগ্যকেও।

তিন বছর আগে সবার অলক্ষিতে নগেন্দ্রের মনের কোন গোপন গহনে যে কূট বীজ একদিন রোপিত হয়েছিল—অঙ্কুরিত হয়েছিল—আজ হঠাৎ প্রবল জলধারায় সে অঙ্কুর ডালপালা মেলে সবেগে বেড়ে উঠতে লাগল মাথা তুলে—তার গতিরোধ করবার ক্ষমতা নগেন্দ্রনাথের ছিল না।

সূর্য্যমুখীর জীবন সর্ব্বস্ব প্রাণাধিক স্বামী—তার ইহকাল পরকালের সুখ দুখ ধীরে ধীরে তারই চোখের সামনে পর হয়ে যাচ্ছে—অসহায়া সূর্য্য—চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিই বা তার করার আছে।

আর কুন্দ—সে আছে দত্ত বাড়ীর এক কোণে—তার মনের কথা তার মনেই থাক্—খোঁজ করার কেই বা আছে!

এমনি সময় এল হরিদাসী বৈষ্ণবী খঞ্জনী-বাজিয়ে—ছদ্মবেশী দেবেন। গান গাইবার ছল করে কুন্দর মুখ দেখতে।

দাসী হীরার সাহায্যে সূর্য্য জানলো দেবেন্দ্রের স্বরূপ আর তার উদ্দেশ্য। মন তার এমনিই ভেঙ্গে গিয়েছিল কুন্দর ওপর থেকে—এখন এই খবরে সে আগুন হয়ে তাকে দিলে তাড়িয়ে। সেই রাতেই কুন্দ গেল জমীদার বাড়ী ছেড়ে নিঃশব্দে।

ভুল ভাঙ্গল সূর্য্যমুখীর—রাগের মাথায় কি বলেছে তাইতেই মেয়েটা ঘর ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু কোথায় গেল—

কোথায় গেল—চারিদিকে খোঁজ খোঁজ—কত পুরস্কার ঘোষণা, কত কি কিন্তু সবই নিস্ফল।

নগেন্দ্রের কানে যে দিন গেল কুন্দর গৃহ-ত্যাগের কারণ—সে দিন আর তিনি ক্ষমা করতে পারলেন না সূর্য্যমুখীকে—সূর্য্যও গোপন করলে না মনের ব্যথা তার আশঙ্কা। স্বীকার করলেন নগেন্দ্রনাথ—কুন্দনন্দিনী তাঁর হৃদয় জুড়ে রয়েছে—তাকে আর সরান যায় না। তাই সূর্য্য তাঁর লৌকিক স্ত্রীই থাক—আর তিনি নিজেই করবেন গৃহত্যাগ। কেঁদে কেটে পায় ধরে সূর্য্য সময় নিল এক মাসের। এর মধ্যে কুন্দকে সে এনে দেবেই।

শেষ পর্য্যন্ত কুন্দ একদিন নিজেই এল ফিরে—নগেন্দ্রনাথকে না দেখে আর কত দিন সে থাকবে? সূর্য্যমুখী এবারও তাকে হাত ধরে আদর করে নিল—আর যা দিল—তা তার জীবনের সব সুখ—সব আনন্দ। নিজের হৃদয় উপড়ে সে দান করলে স্বামীকে। শাস্ত্র সম্মত ভাবে বিধবা বিবাহ করলেন নগেন্দ্রনাথ।

এবারও এল গৃহত্যাগের পালা—কার? সূর্য্যমুখীর। সব চোখে দেখা যায় সহ্য করা যায়—কিন্তু সতীন? না সূর্য্য তা পারবে না।

সূর্য্যমুখীর খোঁজ পাওয়া গেল না—নগেন্দ্রনাথ দেশান্তরী—একা একা কুন্দ বিশাল জমীদার পুরীর কক্ষে ঘুরে বেড়ায় আর কাঁদে—ডাকে তার স্বামীকে ডাকে সূর্য্যমুখীকে—ফিরে এস।

কেউ আসে না—আসে হীরা। তার কত দুঃখ—প্রণয়ী তাকে পদাঘাতে তাড়িয়েছে—অতএব সে বিষ কিনেছে—। বিষের কৌটা পড়েই থাকে—অন্যমনে উঠে যায় হীরা। কুন্দ কৌটা আঁকড়ে ধরে যেন মহামূল্য মণি।

নানান ডাকঘর খুরে কাশীতে নগেন্দ্রের হাতে পৌছাল একখানা পত্র—তার মধ্যে সূর্য্যমুখীর সংবাদ—মৃত্যু-শয্যায় স্বামীর দর্শনাকাঙ্খিনী—।

কিন্তু যখন নগেন্দ্রনাথ সেখানে পৌছালেন তখন আর সূর্য্য বেঁচে নেই—রোগে সে মারা যায় নি—গেছে ঘর পুড়ে। দেশের লোকে সেই পোড়া ঘর দেখাল।

জীবন বৃথা—ভগবান মিথ্যা—কিন্তু স্বর্গ সত্যি—সেখানে যে নগেন্দ্রনাথের সূর্য্যমুখী আছে। নগেন্দ্র এবার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দান করে তীর্থবাসী হবেন—তাই শেষবারের মতন এলেন গোবিন্দপুরে—

বিষের কৌটা মুখের কাছে এনে নামিয়ে রাখে কুন্দ—ভগবান এতদিনে মুখ তুলেছেন—স্বামী ঘরে ফিরে এলেন—।

আর নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর ঘরে—চতুর্দ্দিক সূর্য্যমুখীময়—চতুর্দ্দিকে সেই অক্ষয় স্মৃতি—দেখতে দেখতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান নগেন্দ্রনাথ, জ্ঞান হতে—এ কার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন তিনি—? সে কি মৃতা সূর্য্যমুখী—সে কি চিরঅনাদৃতা কুন্দনন্দিনী—? গরলের পাত্র থেকে কি অমৃত তুলে দিলে নারী……?? তুমি কে……???

—গান—

(১)

ওরে ও ভিন গাঁয়েরই নেয়ে।
পালের হাওয়ায় দাঁড়ের টানে
যাওরে তরী বেয়ে (ওরে ও ॥
কোন্ সে ভোরে বন্দর ছেড়ে
ভাসিয়ে দিলে নাও,
বেয়ে উজান কোথা যাওরে জান নারে তাও।
কোন্ সে গাঁয়ে কোন্ সে ঘাটে
ভিড়বে তুমি যেয়ে (ওরে ও) ॥

দিনের আলো ঐ নিভে যায়
সূয্যি নামে পাটে।
রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশী
তেপান্তরের মাঠে।
কলসী কাঁখে গাঁয়ের বধূ
ঘোমটা টেনে যায়।
পিছন থেকে কে যে ডাকে চমকে ফিরে চায়
চমকে ফিরে চায়।

লাঙ্গল গরু, নিয়ে চাষী
ঘরের পানে চলে।
তুলসীতলায় কোন্ সে কন্যা
সাঁঝের প্রদীপ জ্বালে।
পাখা মেলে কুলায়ে পাখী
চলে আকাশ ছেয়ে (ওরে সুজন মেয়ে)
ঈশান কোণে মেঘের বুকে
বিজলী চমকায়।
ঝড় ঝড়া ঝড় বাজের ডাকে
ঐ বুঝি ধমকায়।
ভব নদী—বৈতরণী
তুফান এল ভারী (ওরে সুজন মাঝী)
বৈঠা বুঝি যায় ভেঙে তোর
ছেঁড়ে পালের দড়ি
ও ভাই তুফান এল ভারী—
বৈতরণী দিলে পাড়ি
ওরে মাঝি ভাই।

হাসি কান্না রবে কোথায়
ঠিকানা তার নাই।
হাঙ্গর কুমীর ছয়টি রিপু
চলে জলের তলে।
মায়ার বাঁধন কেঁদে কেঁদে
পিছন থেকে বলে।
আজ আর তরী ফেরে নারে,
যায় ঐ দূরে বেয়ে—
ভব নদীর নেয়ে।

(২)

মন নিলে সে তো আর
ফিরে এলো না।
মনে করি বলি বলি
আর তো বলা হলো না।
কত আর সবো বল
তাহারি বিরহানল।
কতদিনের ভালবাসা
সে কি মিছে ছলনা॥

(৩)

রাধে—
শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখবো বলে হে
এসেছিলাম এই গোকুলে
আমায় স্থান দিও রাই চরণ তলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী
তাই সেজেছি বিদেশিনী
এখন বাঁচাও রাধে কথা কয়ে
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে
বিকাইনু পদতলে
চরণ নূপুর বেঁধে গলে
পশিব যমুনার জলে।
ভাঙ্গবো বাঁশি ত্যজবো প্রাণ
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান
পশিব যমুনা জলে (রাধে গো)
পশিব যমুনা জলে।

(৪)

কাঁটাবনে তুলতে গেলাম
কলঙ্কেরই ফুল।
মাথায় পরলাম মালা গেঁথে
কানে পরলাম দুল॥
মরি মরবো কাঁটা ফুটে
ফুলের মধু খাবো লুটে
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে
নবীন মুকুল॥

(৫)

এ মায়া প্রপঞ্চময় এ মায়া প্রপঞ্চময়
ভব রঙ্গমঞ্চ মাঝে
ভবের নট নটবর হরি যারে যা সাজান
সেই তা সাজে।
রঙ্গক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে সবে গাঁথা,
কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ ভার্য্যা, কেহ ভ্রাতা।
কেউ সেজে এসেছেন পিতা, কেউ স্নেহময়ী মাতা
কত রঙ্গের অভিনেতা, আছেন সেজে কতই সাজে।
যার যখন হতেছে সাঙ্গ রঙ্গভূমির অভিনয়
কাকস্য পরিবেদনা আর তখন সে কারো নয়।
কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয়, কন্যাপুত্রের কাতর বিনয়
শোনেনা কারো অনুনয় চলে যায় সাজসজ্জা ত্যজে
এ মায়া প্রপঞ্চময় এ মায়া প্রপঞ্চময়॥

—— ০ ——

ইম্পিরিয়াল ফিল্ম এক্সচেঞ্জ এর পক্ষ হইতে প্রচার সচিব—ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মল্লিক ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স ১৭৯১-এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও ইষ্টল্যাণ্ড প্রেস সার্ভিস হইতে মুদ্রিত।

ষ্টুডিও এক্স-এর সশ্রদ্ধ নিবেদন।

সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

বিষবৃক্ষ

প্রযোজনা—**দীপালি মুখোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য, অতিরিক্ত সংলাপ ও পরিচালনা—

শান্তিপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা—অজিত দাস

শিল্প নির্দ্দেশ—আর, আর, সেণ্ডে

প্রচার—ধীরেন মল্লিক

শব্দ গ্রহণ—জে, ডি, ইরাণী

রিব স্ ও আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

সঙ্গীত পরিচালনা—**বীরেন ভট্টাচার্য্য**

প্লে ব্যাক সঙ্গীত—দীপালি মুখোপাধ্যায়

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

হরিদাস কর

অরকেষ্টা—ষ্টুডিও এক্স-এর অরকেষ্টা বিভাগ

চিত্রগ্রহণ—মুরারী ঘোষ

স্থিরচিত্র—ষ্টুডিও এক্স-এর চিত্রশিল্পী মণ্টু সোম

পরিস্ফুটন—ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও ল্যাবরেটরী

ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিও ল্যাবরেটরী

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

কুমার বিজয়

বিজয়নগর প্যালেস (বেনারস)

নিউ কর্ণওয়ালিস এক্সচেঞ্জ (টালিগঞ্জ)

সুরেন্দ্র নাথ সরকার (ইষ্টার্ণ টকিজ লিঃ)

— ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত —

ষ্টুডিও তত্ত্বাবধান—প্রমোদ সরকার

রূপসজ্জা — শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়

আলোক সম্পাত—শান্তি সরকার

মনোরঞ্জন দত্ত, দেবেন দাস

ও ধ্রুব রায়

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনা—তুহিন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা—নির্ম্মলানন্দ

ব্যবস্থাপনা—সুশীল কুমার দাস

সঙ্গীত পরিচালন—শ্যামল দাশগুপ্ত

শব্দগ্রহণ—সন্তু বোস

চিত্রগ্রহণ—নরসিংহ রাও ও করুণ

ভূমিকায়— মিহির ভট্টাচার্য্য, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, শ্যাম লাহা, বেচু সিংহ, হরিমোহন বোস, দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেশ মজুমদার, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস মুখোপাধ্যায়, পীযূষ মুখোপাধ্যায়, অমর ঘোষ, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন গাঙ্গুলী, ভূপেশ বসু, অনুতোষ কর, বাণী বাবু, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জ্জী (রেডিও), প্রণতি ঘোষ, পদ্মা দেবী, লীলাবতী (করালী), অপর্ণা দেবী, শান্তি সান্যাল, পুষ্পা দেবী, রাজলক্ষ্মী (বড়), উষাবতী (পটল), উমা দে, উমা মুখার্জ্জী, মীণা, মায়া, ঝর্ণা এবং নিনি।

— ইম্পিরিয়াল ফিল্ম এক্সচেঞ্জের সৌজন্যে মল্লিক ফিল্ম রিলিজ —

মূল্য—দু' আনা

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়
১৮/বি, অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০১০